দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার

বর্তমান বিশ্বে আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস। খাদ্যাভাব, বেকার সমস্যা, দুর্নীতি ইত্যাদি আজকাল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে প্রাধান্য তেমন পায় না। মওলানা সাহেবগণ আগে বেহেশত-দোযখ ও হালাল-হারাম নিয়ে ওয়াজ-নছিহত করতেন। ইদানীং তারাও বক্তৃতার সুর পরিবর্তন করে সন্ত্রাসের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরছেন। এর কারণ, সন্ত্রাসের হিংস্র থাবায় গোটা বিশ্ব আজ আক্রান্ত। গত কয়েক বছর আগে লিবিয়ায় এবং কিছুদিন পূর্বে ইরাকে আমেরিকা ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে। ...রণ আমেরিকা চেয়েছিল ঐ দুই ...শের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অনুমোদিত সন্ত্রাস বন্ধ করতে। তারা ঐ রাষ্ট্রপ্রধানকে মেরে ফেলতে ... হয়েছিল। কোন রাষ্ট্রের ...দের তথাকথিত সন্ত্রাসী ... বন্ধ করার জন্য সে দেশের ... দেশের অঘোষিত বিমান ...ন্ পর্যায়ের সন্ত্রাস বলে ...া যায়? বেসরকারী, ... দুর্বল দেশের উপর ...কথিত সভ্য দেশের ... সন্ত্রাস? যা হোক ...য়, সন্ত্রাস এখন ...শে সীমাবদ্ধ নয়। এটা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। Indeed it has become a global problem অনেক বড় বড় সমস্যাকে পৃথিবীর মানুষ এখন সন্ত্রাসের সাথে এক করে দেখার প্রয়াস পাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে প্রণীত হচ্ছে এখানে-সেখানে নিত্য-নতুন আইন। বাংলাদেশেও একটি আইন প্রণীত হয়েছে সন্ত্রাস দমনের জন্য।

সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদঃ

প্রকৃতিগত পার্থক্য ও ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সন্ত্রাস হচ্ছে এমন এক ধরনের কাজ বা কাজ করার প্রচেষ্টা যা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে। সন্ত্রাস হচ্ছে অতিশয় ঘৃণিত কাজ বা কাজ করার প্রবণতা যা প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষকে দংশন করে। তাই পৃথিবীর সকল ভাল মানুষই সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে। এমনকি সন্ত্রাসীরাও তাদের উপর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার নেয়া পাল্টা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ (?) মনে করে ঘৃণা করে। এক কথায় বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সভ্য মানব সমাজে সকল প্রকার খারাপ কাজের নামই সন্ত্রাস।

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, অন্যায়ভাবে টাকা আত্মসাত, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সবই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। বোমা হামলা, বিমান হাইজ্যাকিং, মুখে এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি চরম সন্ত্রাসী কাজ। সন্ত্রাসের অপর নাম ফ্যাসিবাদিতা। ইসলাম ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। কমিউনিজমের উত্থানমুখী কার্যকলাপের সাথে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মিল থাকলেও গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস পরস্পরবিরোধী।

আলহাজ্জ ডক্টর
মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসঃ

উপরে বর্ণিত কাজের সবই ইসলামবিরোধী। তাই সন্ত্রাস বা Terrorism-কে anti-Islamic act বলা যায়। এটা সর্বোতভাবে হারাম, মহাপাপ। ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান তো নেইই; বরং ইসলাম সর্বত্র প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মায়া-মমতার বন্ধনে সৃষ্ট এক সুখী সুন্দর সমাজ গঠনের তাগিদ দেয়। তাই পুরোপুরি ইসলামী সমাজ গঠিত হলে সন্ত্রাস আপনা-আপনি বিদায় নেবে। জোর করে তাড়াতে হবে না। ইসলাম বলে, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হস্ত ও জিহবা থেকে অন্য মুসলমান বা প্রতিবেশী নিরাপদে না থাকে। তাই ইসলামী শরীয়ত সকল প্রকার সন্ত্রাসের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে এবং সন্ত্রাসী কাজের জন্য ভয়ানক শাস্তির বিধান বহু আগে থেকেই চালু করেছে। অন্য কোন সাংবিধান এত সুন্দর, নিখুঁত, কার্যকর ও সর্বযুগের উপযোগী আইন প্রণয়ন করতে পারেনি। বস্তুতঃ ইসলাম এমনি এক ধরনের সমাজ গঠন করতে চায় যেখানে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি থাকবে না, যেখানে তুচ্ছ কারণে এক ভাই অন্য ভাই-এর গলায় ছুরি বসাবে না, অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক একজন অন্যজনের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না; বরং বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াবে, তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করবে, তার অসুস্থতায় সেবা করবে। আর এটাই হবে একটি আদর্শ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সৎ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য।

চলবে